



বাংলাদেশ ব্যাংক  
প্রধান কার্যালয়  
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০  
বাংলাদেশ।

ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন

ডিওএস সার্কুলার লেটার নং-২১

তারিখ : ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৪১৯  
০৩ ডিসেম্বর, ২০১২

প্রধান নির্বাহী  
বাংলাদেশে কার্যরত সকল ব্যাংক কোম্পানী।

প্রিয় মহোদয়,

আগামী ২০ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখ, বৃহস্পতিবার রংপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অবাধ  
সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন,  
১৯৯১-এর বিধান অনুসরণ এবং নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান প্রসঙ্গে।

আগামী ২০ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখ, বৃহস্পতিবার, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত  
নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ এর  
বিধান অনুসরণ ও নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।  
এ সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৪-১১-২০১২ তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে-০৪.৫১৩.০৫৩.০০.০০.০০২.২০১১-১০০১  
ও ১০০০ এর ছায়ালিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

স্বাক্ষরিত  
( মোঃ ইব্রাহিম ভূঁইয়া )  
উপ-মহাব্যবস্থাপক  
ফোন : ৯৫৩০২০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ  
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা  
[www.cabinet.gov.bd](http://www.cabinet.gov.bd)

স্মারক নং-০৪.৫১৩.০৫৩.০০.০০.০০২.২০১১-১০০১

তারিখ : ৩০ কার্তিক, ১৪১৯  
১৪ নভেম্বর, ২০১২

বিষয় : আগামী ২০ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখ, বৃহস্পতিবার রংপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধান অনুসরণ সংক্রান্ত।

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী আগামী ২০ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখ, বৃহস্পতিবার রংপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যাতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন এবং কর্তব্য সম্পাদনে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন না করেন, সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেছে।

২। এ প্রসঙ্গে নির্বাচন কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জারিকৃত নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধানাবলীর প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। উক্ত আইনের ৪ ধারায় নির্বাচন কর্মকর্তার চাকরি ও নিয়ন্ত্রণ এবং ৫ ও ৬ ধারায় যথাক্রমে শৃঙ্খলামূলক ও দণ্ডের বিধানাবলী সন্নিবেশিত রয়েছে।

৩। উল্লেখ্য যে, নির্বাচন সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব অর্পিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী/ব্যক্তি নির্বাচনী কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর ২(ঘ) ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী 'নির্বাচন কর্মকর্তা' হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং উক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি নির্বাচন কমিশনের নিকট দায়ী থাকবেন। এ দায়িত্ব ও কর্তব্যে নিযুক্তির জন্য নির্বাচন কর্মকর্তা হিসাবে তাঁর কোন আনুষ্ঠানিক নিয়োগপত্র নাও থাকতে পারে। নির্বাচন কমিশন কোন সরকারি/আধা-সরকারি দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের কাছে লিখিতভাবে কোন তথ্য সরবরাহ, কর্মসম্পাদন ইত্যাদির জন্য যে কোন নির্দেশ প্রদান করলেই সে দপ্তর/প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ও কর্মসম্পাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছেন বলে গণ্য হবেন। সরকারের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের যে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচনী দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। ভোটগ্রহণের জন্য সাময়িকভাবে নিযুক্ত বিভিন্ন স্তরের সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/বেসরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী/ব্যক্তি সকলেই নির্বাচন কর্মকর্তা। সুতরাং নির্বাচন সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব পালনে অনীহা, অসহযোগিতা, শৈথিল্য, ভুল তথ্য প্রদান ইত্যাদির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৪। বর্ণিত অবস্থায়, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/বেসরকারি সংস্থা/অফিস এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান সম্পর্কে সচেতন থেকে নির্বাচনী দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

স্বাক্ষরিত/-  
১৪.১১.২০১২  
(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)  
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

৩১/১১/১২  
০৫-২১/১১/১২

স্মারক নং-০৪.৫১৩.০৫৩.০০.০০.০০২.২০১১-১০০১

তারিখ : ৩০ কার্তিক, ১৪১১  
১৪ নভেম্বর, ২০১২

অনুলিপি :

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ০১। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব, <sup>রংপুর ও হোমবোর্ড</sup>..... মন্ত্রণালয়/ বিভাগ (সকল)।
- ০২। মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
- ০৩। মহাপরিচালক, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ঢাকা।
- ০৪। বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর এবং আপিল কর্তৃপক্ষ।
- ০৫। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ০৬। মহাপরিচালক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ০৭। উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, রংপুর রেঞ্জ।
- ০৮। জেলা প্রশাসক, রংপুর।
- ০৯। রিটানিং অফিসার, রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ও আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, রংপুর।
- ১০। পুলিশ সুপার, রংপুর।
- ১১। জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, রংপুর।
- ১২। জেলা নির্বাচন অফিসার,..... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটানিং অফিসার।

সদয় অবগতির জন্য :

- ১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ২। সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।
- ৩। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

(বদরে মুনির ফেরদৌস)

উপ-সচিব

ফোন- ৭১৬৮৬৯৭

ই-মেইল : [gfa\\_branch@cabinet.gov.bd](mailto:gfa_branch@cabinet.gov.bd)

স্মারক নং-০৪.৫১৩.০৫৩.০০.০০.০০২.২০১১-১০০০	২৭৮	২০/১১/১১
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার		
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ		
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা		
www.cabinet.gov.bd.		

নির্বাচন অগ্রাধিকার

তারিখ : ৩০ কার্তিক, ১৪১৯  
১৪ নভেম্বর, ২০১২

বিষয় : আগামী ২০ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখ, বৃহস্পতিবার, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান সংক্রান্ত।

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী আগামী ২০ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখ, বৃহস্পতিবার, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা সংশ্লিষ্ট সকলের কর্তব্য। উল্লিখিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নির্বাচন কমিশনের অনুরোধক্রমে সরকারের পক্ষ হতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

২। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় জানিয়েছে যে, রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন পরিচালনার জন্য আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, রংপুরকে রিটার্নিং অফিসার এবং ০৪(চার) জন জেলা নির্বাচন অফিসারকে সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র গ্রহণ/বাতিলের বিরুদ্ধে আপীল গ্রহণ ও আপীল নিষ্পত্তির জন্য আপীল কর্তৃপক্ষ হিসাবে বিভাগীয় কমিশনার, রংপুরকে নিয়োগ করা হয়েছে। নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ করা হচ্ছে। বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি এবং সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ নির্বাচনের কাজে প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। ভোটকেন্দ্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সদস্যদের মোতায়েন করা হবে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার স্থাপনা/অঙ্গণ ভোটগ্রহণের কাজে ভোটকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

৩। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/বেসরকারি/সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অতীতের মত এ নির্বাচনেও নির্বাচন কমিশনকে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা প্রদান করবেন বলে সরকার আশা করে। নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের বিধান সংবলিত নির্বাচনী কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১(১৯৯১ সনের ১৩ নম্বর আইন)-এর ২ এর (ঘ) এবং ৪ এর (৩)(৪)(৫) ধারা অনুসারে নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী উক্তরূপ নিয়োগের তারিখ হতে নির্বাচনী দায়িত্ব হতে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর নিজ চাকরির অতিরিক্ত হিসাবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে প্রেষণে চাকরিরত বলে গণ্য হবেন। প্রেষণে চাকরিরত অবস্থায় তিনি নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে নির্বাচন কমিশন এবং ক্ষেত্রমতে রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণে থাকবেন এবং তাঁদের যাবতীয় আইনানুগ আদেশ বা নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকবেন। প্রেষণে থাকাকালে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব অগ্রাধিকার পাবে।

৪। নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদ এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০-এর বিধি ৩ অনুসারে সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কর্তব্য।

৫। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজে অর্পিত দায়িত্ব আইন ও বিধি মোতাবেক নিরপেক্ষভাবে পালনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা ও সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাদের অধীন সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে অনুরোধ জানানো হল।

৬। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রতিও অনুরূপ নির্দেশনা জারি করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হল।

বৃগ্ম-সচিব (ব্যক্তিগত প্রশাসন ও রীমা) এর দপ্তর  
ডায়েরী নং.....  
তারিখঃ.....

AS (গণা)  
২০/১১/১১  
উসম  
২৫/১১/১১  
১/১১  
১১/১১/১১

৭। নির্বাচন পরিচালনার কাজ যাতে অব্যাহত গতিতে চলতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০-এর বিধি ৮৯ অনুযায়ী নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তারিখ থেকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর ১৫(পনের)দিন সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ ব্যতিরেকে নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে অন্যত্র বদলি পরিহার করতে হবে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ নির্বাচনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে ছুটি প্রদান এবং অন্যত্র বদলি করা হতে বিরত থাকতে হবে।

স্বাক্ষরিত/-  
১৪.১১.২০১২  
(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)  
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

স্মারক নং-০৪.৫১৩.০৫৩.০০.০০.০০২.২০১১-১০০০

তারিখ : ৩০ কার্তিক, ১৪১৯  
১৪ নভেম্বর, ২০১২

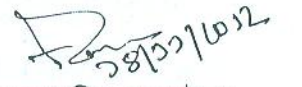
অনুলিপি :

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ০১। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব,..... মন্ত্রণালয়/ বিভাগ (সকল)।
- ০২। মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
- ০৩। মহাপরিচালক, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ঢাকা।
- ০৪। বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর এবং আপিল কর্তৃপক্ষ।
- ০৫। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ০৬। মহাপরিচালক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ০৭। উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, রংপুর রেঞ্জ।
- ০৮। জেলা প্রশাসক, রংপুর।
- ০৯। রিটার্নিং অফিসার, রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ও আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, রংপুর।
- ১০। পুলিশ সুপার, রংপুর।
- ১১। জেলা নির্বাচন অফিসার..... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার।

সদয় অবগতির জন্য :

- ১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ২। সচিব, রত্নপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।
- ৩। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

  
(বদরে মুনির ফেরদৌস)  
উপ-সচিব  
ফোন- ৭১৬৮৬৯৭  
ই-মেইল : g:a\_branch@cabinet.gov.bd